অদম্য

তপনকুমার বিশ্বাস

অদম্য

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস

একুশশতক

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ADAMYA
A Collection of Bengali Poems
Writer : Tapan Kumar Biswas
Mobile : 9433125195
Price : Rs 150.00 only

অদম্য
(কাব্যগ্রন্থ)
লেখক : তপনকুমার বিশ্বাস
প্রথম প্রকাশ : ২২শে অক্টোবর ২০২০ (শারদ উৎসব)
গ্রন্থস্বত্ব : ডাঃ দীপালি বিশ্বাস
সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা : ৭০০১২৪
প্রচ্ছদ : ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস
প্রকাশক
সুমিত্রা কুণ্ডু
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ISBN: 978-93-5407-603-9
মূল্য : ১৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ
একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০০৭৩
আদি পাল ব্রাদার্স, কে কে মিত্র রোড, বারাসাত
প্রিন্ট ও বুকস, ৩৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৭০০০৭৩

উৎসর্গ

করোনা ভাইরাস আক্রমণে
সমগ্র পৃথিবীতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন

ভূমিকা

তপনকুমার বিশ্বাসের অন্যতম সেরা কাব্যগ্রন্থ 'অদম্য' প্রকাশিত হতে চলেছে এমন এক ক্রান্তিলগ্নে যখন সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে অসুস্থ হচ্ছে আর লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে বিভিন্ন দেশে।

তার লেখা 'ফিরে আসা', 'জেগে আছি', 'জনারণ্যে পদাতিক' ও 'রঙিন কাঁচঘর' এই কাব্যগ্রন্থগুলি, 'মিশর-মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' ভ্রমণকাহিনী এবং গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ সংকলন 'অন্তর অন্দর' পাঠক মহলে বিশেষভাবে আদৃত। তার প্রবন্ধ সংকলন 'অন্তর অন্দর' একটি ভিন্নধর্মী গ্রন্থ।

করোনা ভাইরাস পৃথিবীকে কোথায় নিয়ে যাবে কেউ বলতে পারছে না। মানুষকে এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় লড়াই করেই বাঁচতে হবে এটা বোঝা যাচ্ছে। আগামীতে মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে। পৃথিবীর এই ভয়ানক অবস্থায় তপনকুমার বিশ্বাসের লেখা কাব্যগ্রন্থ 'অদম্য' মানুষের কাছে কি বাণী বহন করবে তার জন্যে পাঠক সাগ্রহে অপেক্ষমাণ।

করোনা ভাইরাসের জন্য মানুষের বিপর্যয়, হাহাকার ও আতঙ্কের প্রভাব পড়েছে 'অদম্য' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায়। জেগে আছি যুদ্ধে, অদম্য পথিক, কুন্তলা, করোনা, শুধুই মানুষ, অবকাশের কথা, মানুষ সে প্রেমিক, অকর্মণ্য অবসরে, অন্তহীন যাপন, জীবন-মৃত্যু, দীপশিখা, যোদ্ধারা ফিরে যাবে, করিডোরে ঋষিকুল প্রভৃতি কবিতায় করোনা প্রভাব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

এ ছাড়া গুঞ্জন, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, মূর্ত হও মর্তে, জ্যোতির্ময়ী সংলাপ, বিমর্ষ শহর, আগামীর তীর্থভূমি, পবিত্র অপবিত্র, স্বপ্নের চাবি, মাধব চলে গেল, লুম্বিনী, উপহার, রাত, নতুন চেয়ার, শিলংয়ে রঞ্জন, ঘুঙুর, দেবতা গল্প, কালিদাস, নিবিষ্ট যন্ত্রী, পৌরাণিক উপহার, কিশোরী প্রণয়নী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আলোকে রচিত কবিতা পাঠকদের চিত্তে আলোড়ন তুলবে আশা করি।

সবশেষে আমি বলতে চাই লেখকের সপ্তম গ্রন্থ 'অদম্য' মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কিছু অনুভূতি যে ভাবে প্রকাশ করেছে তা গ্রন্থখানিকে সকলের অমূল্য সংগ্রহের তালিকায় রাখবে।

সরোজ পার্ক, বারাসাত
কলকাতা—৭০০১২৪

ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

লেখক পরিচিতি

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস এমবিবিএস, এফসিজিপি (দিল্লী)
সভাপতি, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখা।
সভাপতি, সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বারাসাত।
রাজ্য সভাপতি (২০১৮-২০১৯), ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য কমিটি।
আজীবন সদস্য, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি।
আজীবন সদস্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স।
প্রাক্তন পৌরপ্রধান পারিষদ, বারাসাত পৌরসভা।
প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল।
প্রাক্তন সম্পাদক, ইয়োর হেলথ, সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা—আই এম এ
প্রাক্তন সদস্য, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল।
প্রাক্তন সভাপতি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বারাসাত আঞ্চলিক কমিটি।
প্রাক্তন সভাপতি, বিজিনেস মেন্স অ্যাসোসিয়েশন, টাকি রোড, বারাসাত
লেখকের গ্রন্থ ঃ—
কাব্যগ্রন্থ ঃ
ফিরে আসা জেগে আছি জনারণ্যে পদাতিক
রঙিন কাঁচ ঘর অদম্য
ভ্রমণকাহিনী ঃ মিশর-মমি পিরামিড ও নীল নদের দেশে
গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ সংকলন ঃ অন্তর অন্দর

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস পেশায় একজন চিকিৎসক, দক্ষ সংগঠক, সমাজসেবী, সুলেখক ও সুবক্তা। তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা 'ইওর হেলথ' এর সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত আই এম এর 'নিউজ ম্যাগাজিনে' নিয়মিত লেখেন। তার ছোটোবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস। তিনি স্কুল ও কলেজের পত্রিকাতেও নিয়মিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। তার লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠকদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহের তৈরি করেছে। মিশর ভ্রমণ নিয়ে তার লেখা ভ্রমণকাহিনী 'মিশরঃ মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' পাঠকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই বইখানি প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ। মিশরের বিশদ ইতিহাস, ভৌগলিক বর্ণনা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সব রয়েছে বইখানিতে। তার গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ সংকলন 'অন্তর অন্দর' অন্য স্বাদের লেখা। তার আধুনিক কবিতার অন্যতম সেরা কাব্যগ্রন্থ হতে চলেছে তার সপ্তম প্রকাশনা 'অদম্য'।

তিনি একজন প্রচণ্ড ভ্রমণপিপাসু মানুষ। তিনি ভারত বর্ষের প্রায় সকল রাজ্য, বড়ো বড়ো শহর ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেছেন সাংগঠনিক, পেশাগত কারণে ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য।

তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ মিশর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, রাশিয়া, চিন, হংকং উজবেকিস্তান, ম্যাকাউ, ওমান, ইউরোপের—গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টেন, ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি প্রভৃতি।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস চিকিৎসা পেশার বাইরে সমাজ সেবার সঙ্গে নিযুক্ত থাকেন। সদালাপী ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস একজন জনদরদী চিকিৎসক ও সমাজসেবী হিসাবে মানুষের নিকট পরিচিত। অমায়িক ব্যবহার ও পরোপকারী মানসিকতার জন্য সকলের নিকট তার আলাদা ভাবমূর্তি রয়েছে।

তিনি সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ১৯৯৩ সাল থেকে জড়িত। শাখাস্তর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেছেন। তিনি ২০১৮-২০১৯ সনে পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকদের ভোটে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন।

তিনি দেশের বাইরে ও সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সমাজ সচেতনতা বিষয়ে বক্তৃতা করতে যান।

তিনি রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত। তিনি দুঃস্থ শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে থাকেন।

তিনি আরও কয়েকজন সমাজসেবীকে সঙ্গে নিয়ে সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়মিত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেনিমারের আয়োজন করা হয়। সেখানে তিনি বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্য বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা প্রদান করেন। তিনি আই এম এ বারাসাত শাখায় বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু করেন। সেখানে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

বর্তমান করোনা ভাইরাস আক্রমণের সময়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে গরিব মানুষের মধ্যে অর্থ ও খাদ্য বিতরণ করছেন। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সাধারন মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এ সময়ে মানুষের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক রোগীর চিকিৎসা করছেন। তার রোগীদের টেলিমেডিসিন ও হোয়াটসঅ্যাপের সাহায্যে পরিষেবা প্রদান করছেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাজ করে চলেছেন।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার বাগডাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা শ্রী হরিদাস বিশ্বাস ১৯৯৪ সালের ২৫শে নভেম্বর পরলোক গমন করেন। তার বাবা ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবি ও পরোপকারি মানুষ। সমাজের দুঃস্থ মানুষের প্রতি তাঁর অবদানের কথা এখনও মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস তার বাবার আদর্শে বড় হয়েছেন শৈশবকাল থেকেই। তার মা শ্রীমতী নিশারানী বিশ্বাস ২০২০ সালের ১৪ই মার্চ পরলোক গমন করেন। তার বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তার মা ছিলেন তার পরিবারের অভিভাবক ও তার দার্শনিক।

ডাঃ দীপালীর সঙ্গে ১৯৮৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তার বিবাহ হয়। তার স্ত্রী ডাঃ দিপালী বিশ্বাস তার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস সকল সময়েই। ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের দুই ছেলে। বড়ো ছেলে ডাঃ রাজেশ বিশ্বাস চিকিৎসক-স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। ছোটো ছেলে শ্রী মুকেশ বিশ্বাস একজন আই আই টি ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে তিনি ইউরোপে একটি নামী কোম্পানিতে কন্সালট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

জেগে আছি যুদ্ধে ১১ @ ফিরে যাবে যোদ্ধারা ১৩ @ জীবন মৃত্যু ১৪ @ কুন্তলা ১৫ @ দীপশিখা ১৬ @ করিডোরে হৃষিকুল ১৮ @ অন্তহীন যাপন ১৯ @ গুঞ্জন ২০ @ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ২১ @ মুর্ত হও মর্তে ২২ @ ফুলকুঁড়ি ২৩ @ মানুষ সে প্রেমিক ২৪ @ তোমাকে পাব বলে ২৫ @ সৌখিন সুজন বার্তা ২৬ @ সংকীর্তন শব্দরা ২৭ @ অবকাশের কথা ২৮ @ অকর্মণ্য অবসরে ২৯ @ নগরের নটি ৩০ @ শুধুই মানুষ ৩১ @ প্রত্যাখ্যান ৩২ @ করোনা ৩৩ @ দুর্বল মর্ত্যে ৩৪ @ দুর্বোধ্য হৃদয় ৩৫ @ বর্ষা আভরণ ৩৬ @ আগামীর তীর্থভূমি ৩৭ @ নিবিষ্ট যন্ত্রী ৩৮ @ বিচারক ৩৯ @ ভাঙচুর ৪০ @ ধ্রুপদি খেলা ৪১ @ চুপকথা রূপকথা ৪২ @ সাদা গোলাপ ৪৩ @ কালিদাস ৪৪ @ দেবতা গল্প ৪৫ @ সূর্যমুখী ৪৬ @ পবিত্র বালিকা ৪৭ @ স্বপ্নের চাবি ৪৮ @ মাধব চলে গেল ৪৯ @ লুম্বিনী ৫০ @ উপহার ৫১ @ রাত ৫২ @ পৌরাণিক উপহার ৫৩ @ নতুন চেয়ার ৫৪ @ অদম্য ৫৫ @ বিরহিণী ৫৬ @ দ্রৌপদী ৫৭ @ বিকল্প সূর্য ৫৮ @ ভালোবাসার ওম ৫৯ @ হে রুক্মিণী ৬০ @ ধনুর্ভঙ্গ পণে ৬১ @ কিশোরী প্রণয়নী ৬২ @ প্রাপ্তবয়স্ক ৬৩ @ আরণ্যক ৬৪ @ অরুন্ধতী ৬৬ @ রুম হিটার ৬৮ @ বোধ ৬৯ @ সুকুমারী ৭০ বসন্ত সংসার ৭১ @ দোল পূর্ণিমা ৭২ @ গন্তব্যে ৭৩ @ তিনি ৭৪ @ ঘুঙুর ৭৫ @ শরতের নারী কাশফুল ৭৬ @ ইচ্ছে খাঁচা ৭৭ @ শিলংয়ের রঞ্জন ৭৮ চরণ সুগন্ধ ৭৯ @ ঠিকানা ৮০

জেগে আছি যুদ্ধে

এক আকাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে পৃথিবী ঘুমিয়ে,
আমি জেগে আছি
ঘুমন্ত রমণীর পাহারায়।
আমাদের ঘুমোতে নেই, আমি জেগে আছি যুদ্ধে
কফিনভর্তি যন্ত্রণা নিয়ে।
চোখের পাতা জানতে পারে না
প্রিয়তমার কোথায় দুঃখ
আমি জেগে আছি যুদ্ধে।
আমি যত্নে সাজিয়ে রেখেছি তোমাদের অহংকার,
রেখে যাব সূর্যের সাথে সবুজ পৃথিবীকে
যত্নে রেখো আমার যত শিশু।

আমি দেখতে পাচ্ছি
চিঠি হাতে পিওন ছুটে আসছে—
এ ঘর ও ঘর—এ দেশ ও দেশ—
ইতালি স্পেন ফ্রান্স জার্মানির জনপদে।
খুঁজে ফেরে আমাদের কারো ঠিকানা।
তোমাদের বলব না
চিঠির সে অমিত্রাক্ষর ভাষা।
তোমরা রজনীগন্ধা বুকে চেপে উপরে তাকাও,
চিনতে পারো আমাকে?

বড়ো সাধ হয়—
আমাকে একবার পুরোহিত বলে ডাকো তোমরা,
শ্বেতবস্ত্রের পুরোহিত
কমণ্ডুলু নিতে ভুলে গেছি আমি।
গঙ্গাজলে পবিত্র করে দিও আমার পথ

তোমাদের বহু পুরাতন পাত্র ভরা গঙ্গাজলে।
আমার কাঁধে নিলাম পৃথিবীর পাপ
তোমাদের পাপ মুক্ত করে বিদায় নেবার সাধ আমার—
আমার অগ্রজের পথে।

যোদ্ধারা ফিরে যাবে

চলে যেতে যেতে নীলিমায়—তোমার ছায়ায়
চোখ ভিজে উঠেছিল বিচ্ছেদের শব্দে।

শেষ দেখায়
আইসোলেশন ঘরে বলেছিলে,
তুমি ভালো থেকো
ছুঁয়ে দেখিনি তোমার প্রেম
তোমার কালো চুল, তোমার সবুজ চোখ
তুমি চলে গেলে চির ঘুমে।

যোদ্ধারা ফিরে যাবে যুদ্ধ শেষে
কারো পিতৃশূন্য গৃহে
কেউ সংসার নির্জনে
হয়ত বা কোন দূর দ্বীপবনে
হয়ত তার নিঃশব্দ বিদর্ভ নগরে
বিধ্বস্ত স্পেনের কোন নিঝুম প্রান্তরে।

বুক ভরে উঠেছিল আজ সকালের গর্বে
যখন মুক্ত সূর্যে
ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ইতালিতে
ফ্লোরেন্সের কারুকাঞ্চনে ওদের হাসিটুকু।

তোমাদের জন্যেও রেখে যাব
এ বাংলার নতুন কার্নিসে
নতুন ধানের বীজ নতুন ফসলে
নতুন পৃথিবী গড়ো পৃথিবী শান্ত হলে।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

জীবন মৃত্যু

যখন জানতে পারলাম,
জীবন মৃত্যু এপিঠ ওপিঠ মাত্র
তখনই দুর্বল দুর্ভাবনারা
নিমেষে উধাও।
নিত্যদিনের সংলাপ
তুলে রাখলাম ইতিহাসের রেকাবিতে।
আলিঙ্গনে প্রস্তুত হলাম
নতুন পৃথিবী আসছে
অচেনা নিয়মের পথে
নতুন রঙের বেশে ও ভুষায়।

কিছুই কি থাকবে না বাকি?
মন ও মানুষ?
প্রেম ও প্রতিজ্ঞা?
প্রাণ আসবে কালবৈশাখীর ভগ্ন শাখায়
নতুন পুষ্পকুঁড়িরা সারথি হবে নতুন সূর্যের।

আমি আমূল গেঁথে নেব
পরিবর্তনের ভাণ্ডারে।
যেখানেই থাকি
এপারে বা ওপারে
কাহিনী বা কৃষ্ণে।
আমি তো জেনেছি
জীবন মৃত্যু শুধু
এপিঠ আর ওপিঠ।

কুন্তলা

(পঁচিশে বৈশাখ ১৪২৭)

আমি ভুলে যাব একদিন
তুমিও ভুলে যাবে
—আমরা একপাত্রে জলপান করেছিলাম
করোনা কোয়ারেন্টাইনে।
পাশের বিছানা ছিল তোমার
আমি চেয়ে থাকতাম তোমার চিবুকে
তোমার উদাস দৃষ্টি কখনও ঘরের ছাদে
কখনও বা আমার চোখে।
স্বজনহারা অশ্রুধারা দেখেছি কত সন্ধ্যায় তোমার চোখে।
মুছে দিতে পারিনি সহানুভূতির স্পর্শে।
শরীর আঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিল দূরত্ব।

তোমার নামটা জেনে নিতে পারিনি
চৌদ্দ দিনেও তুমিও জানোনি আমার প্রিয় নাম।
তখন আমার ঘুমের আয়োজন
পাবলো পিকাসোর করুন চিত্রশালায়
তুমি ব্যস্ত মিউনিখের কোয়ারেন্টাইনে।
রাশি রাশি টগর ফুলে মালা গেঁথেছ তখন
জোড়াসাঁকোর রবিগৃহে।

দূরত্বের অপর নাম জীবন
আমরা এইটুকু জানতাম একমাত্র।
তবুও কুন্তলা, কোয়ারেন্টাইন ঘরে সেদিন
আমরা একপাত্রে জল পান করেছিলাম।
সে পাত্রের নাম প্রেম।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

দীপশিখা

সে নিপুণা কোন পারস্য রমণী ছিল না
সে ছিল ঝর্ণা,
সে কখনো প্রেমের স্তোকবাক্য শোনেনি
শুনেছে, কোন পরমাণু কীট
ভিড়েছে বিশ্বের পাথর বাঁধানো ঘাটে।

বিবিধ বিধি মেনেছিল দীপশিখা—
শুচিবস্ত্রে আশীর্বাদ অনামিকায় অঙ্গুরী, গায়ে হলুদ
বাকি ছিল এক কৌট সিঁদুর।
বাকি ছিল শুক্লাপঞ্চমীর প্রাতঃস্নান
বাকি ছিল শুভদৃষ্টির কৌলীন্য।

ওড়িষ্যাতে শিবতলায়
রাধারমণ আটকে আছে গিরিচুড়ার প্রাসাদে
ধুতি পাঞ্জাবীতে তীব্র সুগন্ধি
কোলাহলে নতুন কুটুম্ব
বাক্সপেটরা কাঁধে ব্যস্ত কুলি।

কলঙ্কিনী রাধা কাঁদতে পারত না
দীপশিখাও চুল বাঁধতে পারে না।
নুড়ি পাথরের বুকে কান পাতলেই
খবর আসল—
সরকারি নির্দেশে সব স্তব্ধ—
নদির ঢেউ, পাখির কলতান,
মন্দিরের হরিকীর্তন
ফোয়ারার ঝর্ঝর জল বাতাসের মর্মর।

বস্ত্রখণ্ডে মুখ ঢেকেছে বিয়ের সানাই
বস্ত্রখণ্ডে মুখ ঢেকেছে বরপুত্র রাধারমন
দীপশিখা কাউকে চিনতে পারল না।
দীপশিখা যমুনাতীরে দেখতে পায়
অতি আসন্ন এক নতুন পৃথিবীর নতুন সূর্যোদয়।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

করিডোরে ঋষিকুল

কত একান্ত অপেক্ষা
উপেক্ষার পিয়ানো ছন্দে
ঝড়ে উড়ে যায় কত বিমর্ষ জানলার পর্দা
নিয়ত বেআব্রু হয়েছি আপন স্নানঘরে কতবার।

এ কোন ভিখিরি তুমি আলেকজান্ডার?
নিরোর বাঁশি হাতে তুমি এ কোন রাজপুরুষ?
ধান চাই দূর্বা চাই—
অকুলপথে এ কোন আর্তি তোমার।
ঈশ্বর ঠোঁটে মেখে শপথ নিয়েছিলে তুমি।

ধিক!
মায়ের সিঁথিতে দাঁড়ানো যোদ্ধা তুমি,
ছিঁড়ে ফেল সেতারের গোপন সুর
বন্ধ কর তোমার রমণী সংলাপ।

দুর্বল অর্জুন তুমি, মহাপ্রেমিক!
চেয়ে দেখো
আমার করিডোরে দাঁড়ায়ে শত ঋষিকুল
কুণ্ঠ করোনা শঙ্কায়।

অন্তহীন যাপন

মৃত্যু নিয়ে হা-হতোস্মি বারংবার!
হাসপাতাল মর্গে লেখা আছে—
মৃত্যু এক অতি তুচ্ছ লিটল ম্যাগাজিন।
প্রিয় কবিকুল, নিবেদন—মৃত্যু নিয়ে কাব্য লিখো না আর।
জীবনের শেষ বিকেলে
লেখা আছে অসহায় কান্নার শব্দ
—ওর আত্মার শান্তি দিও, হে ঠাকুর।
এর বেশি কানাকড়ি পাওনা নেই তোমার।
সেই ভালো, চল জীবন ছুঁয়ে দেখি মর্ত্যের রূপকথায়
ভেলায় সংসার পেতেছে, আমপানে ভাসছে সীতা।
ত্রিপল আর চাল দিয়ে গেছে বাবু।
বাবু গো,
এ জলে কোথায় পাবো আগুন? এ ঝড়ে কোথায় পাবো মাটি?
আগুন জ্বলছে পেটে
চোখের জলে ভেসে গেছে মনের মানুষ।
মুখ গুঁজে ছোট্টসোনা দুধ খোঁজে সকাল সন্ধ্যা,
কালুডোম ফিরবে না আর
করোনা যোদ্ধা শেকল ভেঙেছে কাল
পলিথিন মোড়া চিরঘুম
ধাপার আগুনে লিখে গেছে দুঃখিনী সীতার দুঃখগাঁথা।
মৃত্যু নিয়ে আর কাব্য লিখো না
কবিকুল, চেয়ে দেখো,
সিঁদুর মুছে সীতা আসছে ভেলায়
কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে ছোট্টসোনা।
(আমপান-এই সময়ের সাইক্লোনের নাম)

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

গুঞ্জন

আমি কি এখনো আছি আমাতে?
এ প্রশ্ন আমারই, আমাকে করেছি বারবার
নাহলে এত নিভু নিভু আলো কেন পথের দু'ধারে?
অবিশ্বাস কেন তোমার
কত্থক মণিপুরী ভরতনাট্যমে?
আমি না হয় জটাধারী নীলকণ্ঠ
ঠিকানাবিহীন বাঘছাল পরা পিয়ানো বাদক
আমি সাপকে কণ্ঠে নিয়েছি, তোমার যখন ভরসন্ধ্যে।
তোমার বকুলতলায়
আমার লজ্জা লাগে না।
কিসের সঙ্কোচ, কিসের লজ্জা
কি আছে বড়াই আমার?

গুছিয়ে নিয়েছি আমার কাব্যগ্রন্থ
মাটিতে পেতেছি শালপাতা
এখানেই শোনাব অন্তিম গান একখানা।
প্রস্তুত হও মধুমিতা,
আঁচল পেতে বসো আমার ধারে
গানের ছত্রে ছত্রে আমি ধরবো বোল
তুমি বাজাবে খঞ্জনী
একসাথে সরাবো মনের জঞ্জাল-তোমার আমার এ পৃথিবীর।
কেউ কি জানত সেদিন
কোথায় গন্তব্য আমার—উত্তরে না দক্ষিণে
কাশী না কামাখ্যা?
তুমিও মধুমিতা, কিছুই জানতে না
ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

তুমি তো নিভৃতচারী ছিলে না
ব্রতচারী নৃত্য ছিল তোমার হাসি
তুমি তো অনশনে বসোনি কারও সাথে
ঠাকুর পুজো ছিল তোমার সকাল বেলার উপাচার।

ঝড় জল অতিমারি মানুষের কান্না
গা সওয়া হয়ে গেছে আমাদের
ভয় বলে কিছু ছিল না পৃথিবীতে
কোনদিন।
আয়লা আমপান সুনামি
সব দেখেছে মানুষ।
অনিবার্য সে তো একটিই
জন্ম থেকেই পিছু নিয়েছে
মৃত্যু—সে তো এক অতি তুচ্ছ খেলা
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।
একটি ছোট্ট ফুঁৎকার
জীবন তো যুদ্ধেরই নাম।
বন্ধু আমার কে কোথায়
চল,
নেমে পড়ি
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে
জীবন তো যুদ্ধেরই।
তুমিও এসো, ঠাকুর পুজো পরে হবে
কোমর বাঁধো, মানুষ নেমেছে ময়দানে।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

মুর্ত হও মর্তে

তুমি তো জানতে পৃথিবী হুল্লোড় ভালোবাসে না
তুমি তো জানতে সূর্য কল্পনার আশ্রয়ে রাজাধিরাজ
তুমি তো জানতে তোমাকেও একদিন মর্তে আসতে হবে
আজ সৃষ্টি আর লীলার মধ্যিখানে তুমি
এখন রাত ও দিনের সীমান্তরেখায় তুমি।
তুমি দশভূজা কৃপাসিন্ধু
তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে
অসহায় সন্তান।
তুমি মুর্ত হও হাসনুহেনার মত
ছারখার হওয়ার আগে
চেয়ে দেখো—
তুমি হও রণচণ্ডী
তুমি হও দশপ্রহরণ ধারিণী।
ক্ষুব্ধ নটরাজ এ কি ধ্বংসের খেলায়
প্রলয় নেশায় অন্ধ ভোলানাথ।
থামাও তাকে
ভোলাও তাকে
নিষিদ্ধ রাতের পাগলামিতে।

ফুলকুঁড়ি

এক কল্পিত সমাবর্তনে নিম গাছে তোতাপাখি
ময়দান না ছাড়ার গল্পে তুমি আর আমি।
বললাম, চল, ফুল ফুটবে এখন, দেখবে।
ফোটার আগেই ঝরে পড়ল ফুলকুঁড়ি
শুকনো কুঁড়িটি আর্তনাদ করেনি।
তুমি জানতে,
কুঁড়িটি বাঁচবে না।
আমি জল সিঞ্চন করলাম ফুলকুঁড়িটিরে
ভাসিয়ে দিতে চাইলাম জগতসভা
বিধবার মনে মরুঝড়,
প্রতিবেশিনীর ব্যালকনি।

আমার কাণ্ডকারখানা দেখে
একজন নার্স আমার চোখ বেঁধে দেয়।
মুচকি হেসেছিল ঝড়ের মানুষেরা
সেই তুমিও সরে গেলে।
আমি মূর্খের মত থেমে গেলাম।

তুমি বিজয়ীনীর বেশে বললে,
মূর্খরা বেশিক্ষণ গাইতে পারে না।
থামতে ওদের হবেই।
আমি নিজেই জয়মাল্য পরালাম তোমাকে
—তুমি তো জিতলে
—ফুলকুঁড়ি দুই একটা মরবেই
—রেশমগুটিও মরে দমবন্ধ হয়ে।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

মানুষ সে প্রেমিক

আমি অন্ধকারের চোখে দেখেছি
আমি আতঙ্কের ভাষা পড়েছি
আমি মৃত্যুর মুখে চুম্বন আঁকতে বলিনি কাউকে।
উহান থেকে মিছিল চলেছে
স্পেন ছুঁয়ে আমাজনে।

মানুষ ভাঙে না
মানুষই একমাত্র প্রেমিক
মানুষই মৃত্যুহীন
পৃথিবীর গলা জড়িয়ে
আছে মানুষ।
আমরা টাইটানিক হতে দেব না
আমরাই জয়ের স্বাদ জিহ্বায় নিয়েছি
জন্ম থেকে—বারবার।
আমরাই লড়ছি অকুতোভয়
অন্ধকারের চোখে দেখেছি
—মানুষই প্রেমিক
মানুষ পরাজয় মানে না।

তোমাকে পাব বলে

ললাট লিখন পাল্টে নিয়েছি ইচ্ছেমত
ইতিহাসের আঁচড়ে।
সাধন কীর্তন আমি শিখিনি কোনদিন।
শ্বেতা প্রতিবাদী হয়েছে ওর কলমে—
'যদি পুজোর ফুল না জোটে—
এ দেবতাকে মেরো না তোমরা।'
দুর্জন এখন অবাধ হাটে বাজারে ধর্মশালায়,
শ্বেতা তখনও ঘরে থাকত
এখনও আমার মনের অন্দরে।
ওকে বলেছিলাম, 'আমি থাকব তোমার অন্দরমহলে।'
তিরন্দাজকে কেউ বিশ্বাস করে না।
শ্বেতাও আমাকে বিশ্বাস করেনি।
অভিমানে ডায়েরির পাতা ছিঁড়েছে
বিদ্রুপে ঘুরে দাঁড়িয়ে রণচন্ডী।

বনের চিতা হরিণ
সিংহশাবক সকলেই ছুঁয়ে দেখেছে আমাকে
বনের সন্ন্যাসীর দীক্ষা নিয়েছি ওর পদস্পর্শে।
সন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ ছিল না কিছুতে।
তার কুঁয়োর জলে সকলে তৃষ্ণা মিটিয়েছে
আহত সিংহের পরিচর্যায়
সন্ন্যাসী তপস্যা ছেড়েছে, ঈশ্বরকে ছাড়েনি।
আমি ভজন সাধন জানিনা।
পাখির চোখে চোখ রেখেছি তোমাকে পাব বলে
তোমার গর্ভে নতুন পৃথিবীর
বীজ বপণ করেছি তোমাকে পাব বলে।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

সৌখিন সুজন বার্তা

আমার বাথটবে আমি কাউকে
কাঁচের চুড়ি ভাঙতে দেব না।
ভ্রান্তিই নাকি জীবনের প্রদীপ
সত্যি সে তো সুন্দরের অপলাপ।

এর চেয়ে ঢের ভালো
তোমার মধ্যরাতের স্নানে আমি তোয়ালে এগিয়ে দেব।
এর চেয়ে অনেক সহজ
তোমার মন থেকে শরীরটাকে ছিন্ন করা।
আরও সহজ
তোমার দুর্লভ সীমান্তে যাযাবর জীবন।
আনন্দ সে আনন্দ—
তোমার কবিতা পান করতে করতে
তোমার পেয়ালায় শরীর হারানো।

হেমলক তুলে দিতে পারো তুমি
রক্তপাতহীন উল্লাসে।
এসো এক মোচড়ে
সাদা গোলাপটাকে রক্তাক্ত করি।
তুমি যে অনায়াস কবি
শান্ত শোণিতে কবিতা লিখতে পারো তুমি
কারণ তুমিই আমার আজীবন সেরা কাব্য।

সংকীর্তন শব্দরা

যতবার বলেছি তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখব—
ততবার একটি করে সংকীর্তন শব্দ পেয়েছি
কৃষ্ণ বাঁশির প্রেমনিক্কণ।
সে শব্দরা নাচের মুদ্রা জানে, সে শব্দরা গান শেখে
অবিকল তোমার মতন।
তুমি গান লেখো, তুমি সুর বাঁধো
আমি তোমার শব্দে তোমায় বাঁধি।

আমার কোনো সোনালী চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবে না
পোষ্টমাষ্টার বলেছে,
দিদিমণি আপনার চিঠি পড়েন না
দিদিমণি বুঝতে পারেন—কি লিখেছেন আপনি।

দিদিমণি, তুমি তো জেনেছ—
এজলাসে আমার জামিনদার আসবে না।
তুমি মনের দাগে জোড়া লাগাও তোমার সুরে,
কোন অজানায় মালা গাঁথো যেমন খুশি।

তোমার ঠাকুর ঘরের কাঠগড়ায়
তোমার আঁচলে হেলান দিয়ে বসে থাকি
তোমার কৃষ্ণনামের শব্দগুলো চুরি করি,
চুপিচুপি কবিতা লিখি
তোমায় নিয়েই।
সারারাত তোমার সাথেই স্বপ্নরথে—
শব্দরা সব তোমার চোখে অপেক্ষায় কখন হবে সূর্যসকাল,
কখন দেখবে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি তোমার কোলে।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

অবকাশের কথা

আতঙ্কে আশ্রয় চাইনি কোনদিন
ভক্তিতে ভরসা করিনি একবেলাও
ফুল জল তুলসীর সুযোগ নেইনি আমি।
এখন আলস্য ভরা দিনরাত্রি
এখন দুশ্চিন্তা ভরা সকাল সন্ধ্যা।
এখনো বুক ভরি নিঃশ্বাসে—।
স্যানিটাইজারে হাত ঘসি
অস্ফুটে বলি—ঈশ্বর বাঁচাবে।

মানুষ হারে না
জনমভর ভেবেছি—আমিও হারব না।
হাসপাতালে—কোয়ারেন্টাইনে—আইসোলেশনে
সম্মুখ সমরে লড়ছি হাতে হাত।
বন্ধুরা আমার, আমাকে করোনা ধরলে?
তোমরা তো আছো।
তোমরা তো থাকবে—মানুষ মাঝারে।

সন্ধ্যায় ছাদে পায়চারি করিনি কত বছর
আজ শত অবকাশ
আজ কত ভাবনাবিহীন চেয়ে থাকা
আকাশে লক্ষ তারা—বুক ভরা ভরসা—
শুনতে পাই—শোনে হে মানুষ, মানুষ হারে না।

রাতে শুয়ে আছি
ঘরের ছাদ ভেদ করে পৌঁছে যাই ঊর্ধ্বাকাশে
করজোড়ে কাকে যেন বলছি, ঈশ্বর, তুমিই মঙ্গলময়।

অকর্মণ্য অবসরে

সূর্যের ডাক শুনতে পাই অকর্মণ্য অপেক্ষায়
আমূল পাল্টে যাবে পৃথিবী—অভয়চরণের বুকে অ্যান্ড্রয়েড।

নগ্ন আদিম মানুষ যেমন
বহু কষ্টে পাঞ্জাবী পরেছিল সেদিন।
তুমি আমি যেমন ভালোবাসা ছেড়েছিলাম
অনর্থ বিতর্কে এদিন
দেখো, বর্ম পরেছে আজ সকল চেনা মানুষ।

হৃদয়হীন রঞ্জন কথা বলে না।
বেঁচে থাকার মহড়ায় হারিয়ে ফেলেছে শুভেচ্ছা পত্র
দোতলার ছাদে রঞ্জনের বিবাহ বার্ষিকী—
একটি প্রদীপ জ্বালে রঞ্জন। তবুও কি বেঁচে আছিস, রঞ্জন?
রঞ্জন আমার ডাক শুনতে পায় না
জীবন এখন উমেদারি গুপ্তধন, ছুটে চলে জীবন, ছুটছে রঞ্জন।

আবার কবিতা রচনা হবে তালপাতায়
মুখোশ ঢাকা কোন নব্য কবির উচ্চারণে।
কবিতা মঞ্চে চেয়ার আঁকড়ে থাকবে
বৃদ্ধ কীটগবেষক
প্রেমিকার শেষ পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলবে যন্ত্রনায়।
তখন শ্রোতারা স্নানঘরে গোপন গন্ধে মুঠোফোণে প্রাণপণে।
আমি তখন হেমলকের গন্ধ পাচ্ছি
তোমাদের মুখে মুখে তখনও মানুষ বলছে—
শুনেছেন প্রপিতামত, এই তো বেশ আছি,
ভালো আছি—তীব্র চিৎকারে পৃথিবীও উত্তেজনায়।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

নগরের নটি

নগরের নটি বলেছিল,
—'রাজা, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, তুমি সন্ধ্যা আরতী দেখতে পাও না'
—'নটী, তোমার চুলের ফাগুন মেখেছি আমার ওষ্ঠে।
গত বৈশাখে তোমার চোখের কাজল নিয়েছি আমার অনামিকায়।'

বৃদ্ধ রাজা এখন একাকী নগর দর্শন করেন
একাকী শয্যা পাতেন পাইনের তলে
চৈত্র শেষে মানুষের সুগন্ধ খোঁজেন আম দরবারে
ঘুঙুরের শব্দ শোনেন নিঃশব্দ পানশালায়।
রাজা বললেন, ওহে নটি, সব তারা যে নিভে গেল একে একে
আমার রথের চাকা যে থেমে গেল!
রাজপুরোহিত পক্ষাঘাতে ভুলেছে রাজমন্ত্র
দৃষ্টি হারিয়ে সে পথভ্রষ্ট, মন্দির মণ্ডপে জঞ্জালের স্তূপ
রাজমাতা দিঘির জলে ভাসিয়েছেন গয়নার বাক্স।
চারদিকে কান্নার রোল—ভাত চাই, ভাত দাও, রাজা।
নটি প্রিয়তমা, অনাহারীদের বলে দাও—'ওদের রাজা আজ নিঃস্ব ব্রহ্মা।'

চিত্রগুপ্ত জনশূন্য রাজদরবারে কাঁদলেন,
আমি শাস্ত্র আঁকড়ে পড়েছিলাম
মানুষের ছবি আঁকিনি কোনদিন।
পথভোলা এক শিশু রাজাকে নিয়ে চলে অরণ্যে
শিশুকে কোলে তুলে নেয় রাজা
পথের ধারে নয়নতারা ফুটে আছে রাশি রাশি
দুজনেই পূব আকাশে বৈশাখের গন্ধ পায়
দেখতে পায়—অরণ্যের অন্ধকারের বুক চিরে আবার উঠেছে সূর্য।

শুধুই মানুষ

আমার সম্মান ও আমার শত্রু দুটোই আমার হরিদ্রা ক্ষেত্র
যখনই প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে
আমার সম্মুখে অথবা আমার মস্তিষ্কে
আমি চায়ের কাপ হাতে নিয়েছি তখনই।

আমি হেরে গেছি অভিনয়ে
শান্ত থাকার অভিনয়ে আমি জিততে পারিনি
শান্ত থাকার অভিনয়ে কেউ জিততে পারে না।
বারে বারে কেঁপে উঠেছে চায়ের কাপ
কেঁপে উঠেছে আমার হাত।
নন্দিনী বলেছে, তুমি কবিতা লেখো।
শক্ত মুঠোয় আবার নিয়েছি কলম
কলম থেকে বাঁশির সুর
ভেসে আসছে বেঁচে থাকার সুর।
তোমরা শুনতে পাচ্ছ?

আমি সব ত্যাগ করেছি—
আমার সম্মান ও আমার শত্রুকে।
ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কাশ্মীর
আমরা এখন শুধুই মানুষ,
মানুষ একলা গণসঙ্গীত শুনতে পারে না
মানুষ একলা গাইতেও পারে না।
তোমরা শোন,
এ মানুষ আবার হাসবে
গণসঙ্গীত আবার গাইবে মানুষ।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

প্রত্যাখ্যান

নিবেদন করেছিলাম তোমাকে,
প্রিয়তমা, চলো, তোমাকে আকাশ দেখাব
তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ কৃষ্ণরাতেই।
মাকে প্রার্থনা করেছিলাম, ছেড়ে যেও না, মা।
মা আমাকে ফিরিয়ে দিল।
প্রত্যাখ্যানে নারী প্রিয়তমা, প্রয়াণে প্রস্থানে নারী মা।

আমি শুধু চেয়েছি, তোমার সবুজ পাঁজরে আমার আস্তানা,
আমি চেয়েছিলাম
মায়ের জঠরে ছোট্ট কুটিরে আমার শয্যা।
তুমি তো জানো প্রিয়তমা,—আমি সাগর হতে পারব না কোনদিন
তোমার চোখে নদি এনে দিতে পারব না কোনদিন।

আমি মায়ের পায়ে কাশী বারানসী এনে দিতে পারিনি
মায়ের ঘরে আমার অধিকার হবে না।
তোমার হৃদয়ে সুধা সিঞ্চন করতে পারিনি
তোমার বুকে আমার ঠাঁই হবে না—তোমরা যে নারী।

দূরে যেতে যেতে, তুমি হয়েছ আমার প্রিয়তমা।
আশ্রয় পেতে পেতে, কাছে টেনে নিতে নিতে
আমার মা হয়ে উঠেছে আমার মা।
যখন আমার বুকের মধ্যিখানে আমি আঘাত করলাম
তুমি ডুকরে উঠলে।
যখন মাকে জড়িয়ে ধরলাম, তুমি ইশারা করলে, মাকে ছেড়ে দাও।
আঁচল উড়িয়ে বললে, আমরা ধরিত্রী, আমরা নারী
আমাদের তোমরা বেঁধে রেখো না।

করোনা

পাতাল গহ্বর ফুঁড়ে উঠছে
একটা কৃষ্ণ অন্ধকার,
ভয়াল অক্টোপাস একটা
এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে।

কে ঘুমায় এখনো নরম তক্তপোষে?
ঘুমিও না জগতবাসী,
সময় নেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের
তোমরা জেগে ওঠো।
তোমার নক্ষত্রে একটুও সময় নেই,
এ পৃথিবী রক্ষা করতে
এখনি সময়।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
একটা সূর্য উঠেছে
আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি
সমবেত কণ্ঠ—
আদিম পৃথিবীর আদিম মানুষ
আবার এক ছাতার তলে আসছে।
ধবধবে বকের মত সাদা সে ছাতা

সাদা বকের কোনো ধর্ম নেই
কোনো রঙ নেই
কোনো রূপ নেই।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

দুর্বল মর্ত্যে

যখনই তুমি বললে—'পাশাপাশি চলব সারাজীবন'
আমি তখন লিখলাম—
তোমার এক কাপ কফি অনেক বেশি মনোরম।
যখনই তুমি বললে, 'এ হাত আমি ছাড়ব না কোনদিন'
মর্ত্যবাসীরা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল তোমার দিকে।
'তোমাকে ঘিরেই আমার চরাচর'—তুমি বলেছিলে
ওরা ভ্রূকুঞ্চন করে কপালের ঘাম মুছল।

মর্ত্যের দেবতা তোমাকে পেতে চাইল
তুমি বললে, আমি মেঘ আর আকাশ।
আগে আকাশ আর মেঘের শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।
আগুন জ্বালাবে তোমার সে বিদ্যুৎ কোথায়?
দেবতা লজ্জা পেল
দেবতা সেই যে ফিরে গেল পিতল আবাসনে
আর ফিরে আসেনি।

যাওয়ার আগে দেবতা বলে গেল,
'আমি কোনদিন ভালোবাসিনি তোমাকে'?
সে কোন অভিযোগ করল না—
শুষ্ক মরুভূমির কাছে গেল রুক্ষ পাহাড়ের চুড়ায় উঠল
মরুদ্যানে রাত কাটাল, আর ঝর্ণায় স্নান করল।

অনেকদিন পর সোমলতার একখানি চিঠি পেলাম—
নারীর ভালোবাসা দুর্বল পুরুষের জন্য নয়
নারীর শরীর কোন দুর্বল দেবতার জন্যও নয়।

দুর্বোধ্য হৃদয়

আমি প্রাচীন রোমের কলোসিয়ামে
সিংহের মুখে চুমু দিয়েছি।
আমি অসুর শক্তিকে
বশীকরণ গান শুনিয়েছি।
বলপ্রয়োগ ছাড়াই
মুঠোয় নিয়েছি শান্তি।
রক্ত না ঝরিয়ে
সাদা পতাকা উড়িয়েছি।
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা থামিয়েছি।
কবিতা শুনিয়ে।
আমি বৃদ্ধাশ্রম
তালাবন্ধ করেছি চিরকালের জন্য
সকল মাকে ফিরিয়ে এনেছি
পাষন্ড পুত্রের ঘরে।
আজ দেখলাম মা ও ছেলে নারায়ণ পুজো করছে।

আমি পানশালার নাচঘর থেকে
তোমাকে ফিরিয়ে আনবই
আমার শেষ শক্তিকে সঙ্গী করে।
সারা পৃথিবীর
সফল প্রেমিকেরা
বকুলমালা পরাবে তোমাকে।
সেদিন আমার 'দুর্বোধ্য হৃদয়' কবিতাটি লিখব।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

বর্ষা আভরণ

নন্দনকানন এনে দিলাম তোমার হাতে।
তোমার পায়ের কাছে
ভেসে আসত রাশি রাশি বর্ষাকদম।
ঘাস মুখে ছুটে আসত আষাঢ় হরিণ।
তোমার পাশে পেখম তুলে বর্ষাময়ূর,
দোয়েল শালিক ঘুঘুপাখি চঞ্চলা।
তুমি কান্না ভুলে বনের পথে শিহরণ উচাটন
ঝমঝম ঝম আষাঢ় ঝরা বৃষ্টি তখন।

বললে তুমি,
—তুমি এক হদ্দ বোকা,
বেজায় বোকা, বুঝলে তুমি?
আজও তুমি জানলে কিছু?
কিশোরী তো লাস্যময়ী।
কাঁদে না ওরা, কাঁদবে কেন?
রোমকুপে ওদের অমৃত স্বাদ বিন্দু বিন্দু।
ওদের খোলা পিঠে প্রজাপতি খেলা করে।
মেষপালকের সাধ্য কি আর! আড় নয়নে তাকিয়ে দেখা!
তুমিও যেমন
সাহস ছিল?
কাছে আসার?

আমি অবাক চোখে তোমায় দেখি নতুন করে,
—বলোনি কেন একথা? এতদিন?
নষ্ট করেছি কতটা বছর
এ উত্তরের সাধনায়।

আগামীর তীর্থভূমি

আমরা শব্দের সন্তান
ঈষৎ অম্ল ঈষৎ মধুর হাসিতে
শান্ত হয় আমাদের জঠর,
দু'একটি আমলকি কথার অভাবে
ঘর ছেড়েছিল নিরালা
সুমিষ্ট ফলে
ভরে দিতে পারে কবিতার উঠোন
একটি মিষ্টি চিঠি
জুড়ে দিতে পারত নিরালার সংসার।

আমরা শব্দের সন্তান
দু চারটি আল্পনা ভাষা
রাজপথে শান্তির চারাগাছ জন্ম দিতে পারে।
পুড়ে দাবানল শান্ত হবে না
নতুন ঘৃণা জন্ম নেবে,
নতুন বসতি নতুন ভালোবাসা
ঘর বাঁধবে না কোথাও।

আমরা শব্দের সন্তান
একটি সুসভ্য চাদরে ঢেকে দিতে পারতাম
উশৃঙ্খল রাজপথ!
দংশন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত
পৃথিবীর মুখ হয়ে উঠত
কিশোর কিশোরীর পাঠভবন
আগামীর তীর্থভূমি—পীঠস্থান।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

নিবিষ্ট যাত্রী

কবিতা আর কিছুই খোঁজে না
একজন নিবিষ্ট যন্ত্রী চায় মাত্র।
দুঃসময় একজন জগন্নাথ চায়
সকল কোলাহল একদিকে ভর করুক
একটি কবিতা থাকুক অন্য দিকে
সাথে জগন্নাথ
কবিতা মিথ্যে বলে না।

শান্ত দিঘি যেমন সবসময় আমাদের হয়ে কথা বলে
নির্বিবাদি মানুষ যেমন কথা বলে ওঠে
সহ্যসীমার প্রান্তে পৌঁছলে।
পিচঢালা পথ যেমন
পিঠ ভর্তি মানুষ নিয়ে
শিরদাঁড়া সোজা রাখে
এমন একজন, তার পাশে অন্য একজন
জগন্নাথ দাঁড়াবে অন্য জগন্নাথের পাশে
লাইনের পেছনে লাইন
মুখের পাশে মুখ।
ওরা কেউ খুঁজবে না—
গন্ধটা উত্তরের না পর্বতের?
তারা অন্যায়কে বলবে মাধবীলতা
মাঝরাতে চাঁদ যেমন সুর তোলে কবিতায়—
সুতপা কাজ করে, তাই সে রাত করে বাড়ি ফেরে।

বিচারক

একটি দ্বীপভূমি জেগে উঠতে দেখেছি আজ
তোমার চরাচরে চোখ মেলতে দেখেছি
ইন্দ্রলোকে তাই এখন সাজসাজ রব
সবটাই আমার কষ্টকল্পনা নয়
আবার সবটাই বাস্তবের শ্মশানঘাটও নয়।

বিচারক সেদিনও বলেছেন,
'শ্মশানঘাটে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিও না
ও সবের আর প্রয়োজন হবে না
ওখানে চোখের জলে বিষাক্ত দ্রব্য মেলে না।
সব বিশুদ্ধ—কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে।

আমিও চুল্লির প্রবেশদ্বারে একটা কবিতা ছুঁড়ে দিলাম
বেওয়ারিশ লাশের সাথে দুটোই পৌঁছে যাবে ঠিকানায়।
বিচারক তবে কেন বললেন,
'দ্বীপভূমি সবুজ রঙ ধারণ করলে
সকলেই মুক্তি পাবে?'
বিচারককে এও বলতে শুনেছি,
'সকলেরই মুক্তি আসন্নপ্রায়
আবার পৃথিবী আসন্নপ্রসবা'।
আমি শুনেছি, 'বীরের ঔরসে সর্বদা বীরসন্তান জন্ম নেয় না।
তাহলে লাল লাভা কেন
ইন্দোনেশিয়ার জ্বালামুখে?
দুঃখ কেন বীরভূমের লালমাটিতে?
বিচারক বললেন, 'দুটোরই উৎস একই গর্ভে
দুটোরই প্রসবযন্ত্রণা প্রায় এক'।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

ভাঙচুর

স্বপ্নগুলো তৈরি হয়
ভাঙচুরের জন্যে
স্বপ্নই ভাঙতে জানে, পাড় ভাঙার মতন
পাড় ভেঙে সাঁতার কাটে অন্য পাড়ে।

ইচ্ছেগুলো যেই কাছে এল
তখনই একটু একটু
নিভে যেতে থাকল সন্ধ্যেবেলার ঈর্ষা
সরে যেতে থাকলে তুমিও।

তুমি হারাবে কোথায়?
স্মৃতি তো শিলালিপি বুকে বিভীষণ
যতই পুড়িয়ে ছারখার তবুও সে তো রামায়ণ
এক বুক আশা নিয়ে আমিই প্রতীক্ষায়
তুমি হারাবে কোথায়?

বুকের ভেতরে সাগরটা আছে পাহারায়
চোখেও বন্যা নামতে জানে
তোমার সাঁতার বেয়ে।

ভারি নিঃশ্বাসে তুমি হারিয়ে যেও না
তোমাকেই আমার ভীষণ প্রয়োজন
আমি যে ক্রমাগত অন্ধ।

ধ্রুপদি খেলা

না খেলাও একটা খেলা—
মাত্র দক্ষ পুরুষ জানে
ধ্রুপদি এ কানামাছি খেলা।
চকচকে ছুরিতে মাখন লাগিয়ে অপেক্ষা
শুরু হয় তখন রুটির অন্য এক যন্ত্রণা
অপেক্ষার যন্ত্রণা-পদ্ম পাতার জলের টলমল যন্ত্রণা।

সুতপা বলে ওঠে, 'পারছি না আর,
ছুঁড়ে ফেল তোমার মাখন মাখা ছুরি
চোখের সামনে নাচন বন্ধ কর
ঘোর এ রজনীকে বিদ্ধ কর'
সুতপার চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম
ছুরির শরীর থেকে গলে পড়ছে উষ্ণ মাখন।
রাত্তিরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঘুমোয় না
কখন সূর্য ওঠে!
বরফের শাড়ি পরে বিনিদ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা
মেঘের আড়ালে সূর্যের লুকোচুরি
কাঞ্চনজঙ্ঘা অস্থির চঞ্চল,
—'সূর্য, আর পারছি না, ছুড়ে ফেল মেঘ'
কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফে তখন
সুতপার ঘাম ঝরে পড়ে টাপুর টুপুর
মাখন মাখা ছুরি তখনও অদ্ভুত নিস্তরঙ্গে
নারী তখনও ভালোবাসার ঘোরে বিভোর
দক্ষ পুরুষ অপেক্ষার না-খেলা খেলে বাজিকরের মত।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

চুপকথা রূপকথা

ব্যাগেই রয়ে গেল আমার প্রিয় খাতা
আমি একা হলে তবে সে আমার
একা পেলেই ওতে আমাতে একান্তে কথা।
দীপাকে বলেছিলাম, 'দীপা, আমি একটু ঘুম চাই।
আমাকে একটু ঘুম দেবে?
আমার খাতাটি মেলে ধরার মতন নিরিবিলি ঘুম?'
—কাজ কাজ আর কাজ, আমার কি কিছুই নেই আর?

প্রিয় খাতা? সেও দূরে চলে যায়, অন্তর ছেড়ে বাইরে যেতে চায়।
সেই জানে সব। সব জানে আমার—
আমার মনের বিকিকিনি—
আমার বৃষ্টি রোদ্দুর হৃদয়ের শূন্য গান
সব জানে আমার খাতা।

দীপাকেও বলেছি, খাতাটি যত্নে রেখ।
একদিন এই খাতাটিই তোমার সঞ্জীবনী সুধা হবে
ঘুম পাড়িয়ে দেবে তোমার বুকে মাথা রেখে
চুপকথার মত।

ও বলেছিল, আমি যে ভয় পাই।
আমি খুব ভয় পাই
খাতায় যে সব লিখতে হবে যা আসে মনে।
ফাঁকি চলবে না একটুও
জ্বলন্ত খিদে লুকোতে পারব না।
অবশেষে যা আছে, যেটুকু আছে—
যদি হারাই!

সাদা গোলাপ

তোমাকে যখন বললাম,
'তুমি এক সাদা গোলাপ'
তখন তুমি শুধুই হাসলে।

তোমাকে যখন বললাম,
'পৃথিবী আর চাঁদ কেউ কারো হাত ধরে না'।
তুমি বলে উঠলে, 'তাই তো ওদের অন্তহীন প্রেম'।
আমি হতাশ চোখে তোমার দিকে তাকালাম
তুমি তোমার ঠোঁটে চন্দনের গন্ধ মাখলে।

আমি তোমার হাত ধরতে যেই হাত বাড়ালাম
তুমি বললে, 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না
সাদা গোলাপ ছুঁতে নেই গো
সাদা গোলাপ ছিঁড়তে নেই গো
দেখতে হয় দু'চোখের পাপড়িতে।
আমার যে সূর্যের হাত ধরে পথ চলা
তুমি তো জেরুজালেমের উঠোন।
তুমি রহস্য কন্যা আগাথা ক্রিস্টি
তুমি সবুজ বৃক্ষের আবাসভূমি আমাজন।
অনন্ত কাল আমাদের আসা যাওয়া হবে।
তুমি যে চাঁদ, ঘুঙুরের স্বপ্ন, কোজাগরীর কামনা।
আমি যে পৃথিবী
—যীশুর রক্ত আঁকা ক্রুশ কাঁধে মহর্ষি।
আমি হতে পারি আটলান্টিকের ডুবুরী
আমি তুলে আনতে পারি হিরে জহরত মাণিক্য
তুমি রইলে না হয় আমার গঙ্গাপাড়ের রক্তিম গোধূলি হয়ে'।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

কালিদাস

পাথর ক্ষয়ে গেলে কালিদাস স্বপ্ন দেখে—
দিঘির ঘাটে জল ভরা মাটির কলস কাঁখে
গাঁয়ের রমণীকুল।
গাছের ডালে বসে কালিদাস তনুশ্রীকে চিঠি লেখে—
তনুশ্রী, আমি আসব মর্তে
তোমার সব আগুন নেব আমার দু'চোখে।
আত্মভোলা আজন্ম অন্ধ কালিদাস
চিঠির নৌকো ভাসায় দিঘির জলে।

তনুশ্রী কালিদাসের বুকে আগুন ঢালে।
তনুশ্রী এখন বীরভূম আর পুরুলিয়ার মাদল।
মধু কৈটভ মহিষাসুরমর্দিনী রণরঙ্গিনী
ফিরে এসেছে দেখো
কালিদাসের বুকে দাঁড়িয়ে শিঙা হাতে অনুশ্রী পাগলিনী
সেজেছে নরমুণ্ড মালায়।

তনুশ্রী বলেছিল, আমি আগুন নিভতে দেব না।
তনুশ্রী বলেছিল,
আমি পাথরখণ্ডে পাথর ঘষে জীবন দেব।
আমার একটিই তপস্যা—
কালিদাস কাব্য লিখবে—শক্তিসাধন কাব্য।

তনুশ্রী দু'হাতে মাদল বাজায়, শিঙা ফোঁকে
জাগরণের গান গায়—
জাগো বসুন্ধরা, জাগো মানুষ জাগো
কালিদাস কাব্য লেখে তনুশ্রীর ওষ্ঠে।

দেবতা-গল্প

সুতপা বলে ওঠে, 'সব পুরুষ সাক্ষাৎ দেবতা।'
ধমক দিয়েছিলাম, 'ইয়ার্কি হচ্ছে, পুরুষ মানুষ নিয়ে?'
সুতপা বিড়বিড় করে চলে,
'তোমরা দেবতা হতে চেয়েছ বারেবারে
অবাধচারি বিধাতার মতন দেহে—মনে চেয়েছ—
ধুলো মেখে পায়ের সমুখে সাষ্টাঙ্গ হবে ললনা'।

সুতপা ইন্দ্রকেও একবার প্রশ্ন করেছিল,
'কৃষ্ণের অনুমতি নিয়েছিলেন?'
ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল ইন্দ্র, 'এই মেয়ে, চুপ।
যুদ্ধে কৃষ্ণের অনুমতি লাগে, মহোৎসবে এসব লাগে না'।

সুতপা ইন্দ্রের চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নিতে থাকে
বিধাতার শরীর বেয়ে ক্রমশঃ চোখ নামে নিচে।
আদিম বিধাতাকে দেখতে দেখতে
হাজার বছর পার করে সরলমতি নারী।

নারীর চোখ পুরুষ পদতলে আটকে গেল।
তপস্যী বেড়াল যেমন খাঁচার পাখির দিকে নিবিষ্ট থাকে
ইন্দ্রও সুতপার চোখে পুরুষ্ট ঠোঁট আগলে বলে
'শোন মেয়ে, এই পুরুষ পদতলেই তোমার স্বর্গ'।

অবলা ললনা সর্বোত্তম স্বর্গ খুঁজে পেল
ধুলিমাখা পুরুষ পদতলে।
সেদিন থেকে বিধাতার অনুমতি ছাড়াই
পুরুষ হয়ে উঠল নারীর স্বপ্নভাঙা দেবতা।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

সূর্যমুখী

আগুন থেকেই জন্মেছিলাম
আগুন মুখে নিয়ে,
শ্মশান ফেরত আগুন গন্ধে আঁতকে উঠি না আমি।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসাগরে পাল ছিঁড়েছে কতবার
মাস্তুল ভাঙা জাহাজ ছেড়ে সাঁতরে পাড়ে উঠেছি আমি
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বুক কাঁপে না আমার।

ব্যাকুল রাত্রির কান্নার স্পর্শ আমি জানি
স্বপ্ন দেখেছি মাধবীলতার ছায়ার মতন
স্বপ্ন মুছে গেছে ঘুম ভাঙার আগেই
বিবর্ণ বটপাতায় কোন অভিযোগ লিখে রাখব না।

চিত্রাঙ্গদা দুর্গমে চলে গেছে
কত ডেকেছি, পাইনি তাকে।
যাওয়ার আগে বলেছিল, 'অপেক্ষা করো,
শকুন্তলা হয়ে দেখা দেব তোমার চিরহরিৎ নির্জনে
তোমার আদুরে মেয়ে হয়ে আসব
তোমার প্রেমিকা হব না আর
সেখানেও থাকব শুধু তুমি আর আমি'।

উপেক্ষা যেদিন অপেক্ষার ফুলকলি হবে
চিত্রাঙ্গদাও ঠিক শান্ত হবে সেদিন
যেমনভাবে সূর্যমুখী শান্ত চেয়ে থাকে আকাশ সূর্যের দিকে।

পবিত্র বালিকা

যদি নিজেকে ভাঙতে নাই পার
তাহলে অযথা কালক্ষেপ কেন।
পেয়ালায়
অল্প অল্প ভালোবাসা ঢালো
দেখবে তোমাকেই অনুসরণে ব্যস্ত মধুসূদন।

যদি ভালো নাই বাসতে পার
তবে অকারণ অশ্রু দিয়ে উল্কি আঁকা কেন!
তোমার মসৃণ দাঁতে নিষিদ্ধ আপেল
ক্ষত বিক্ষত কর কিছুক্ষণ।

মূর্খ তুমি সুশীলা বালিকা
জানো না—
পুরুষ নারীকে সব উজাড় করে দেয় না?
কোনদিনই দেয়নি।

জানো না—
স্বর্গেই সব নিষিদ্ধ আপেলের চাষ?
ভাবছ কেন
—পৃথিবীর সমস্ত আপেলও পবিত্র নয়।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

স্বপ্নের চাবি

ঈশ্বর আমার অনেক প্রার্থনা শুনতেই পান না।
শৃঙ্খলিত রয়ে গেল আমার পুজোর ফুল
গৃহবন্দী রয়ে গেল আত্মজীবনী
খোলা মাঠ খোলা প্রান্তর
তবুও থমকে আছে রাখাল আর তার বাঁশীর সুর
বাচিক শিল্পী শব্দহীন দাঁড়িয়ে থাকছে মঞ্চের কিনারে।

ঈশ্বর আমার অনেক সুখ লুকিয়ে রেখেছে।
এমন গল্প শোনাতে পারতাম যে
সকল নগরী উল্লাসে মেতে উঠত।
এমন স্বপ্ন দেখাতাম যে
গোকূলে সকল রমণীহৃদয়ে প্রফুল্ল ঝড় উঠত।

বড্ড তাড়াহুড়ো করছ, জগন্নাথ।
মাইক্রোফোন হাতে যতটা পার শান্ত থেকো
মঞ্চ তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়
না পৃথিবীর, না বাংলা একাডেমির।
সুখ আর স্বপ্নের চাবি ঈশ্বরের হাতে থাকে না।

মাধব চলে গেল

মাধব চলে গেল
কাক পক্ষী অনেক কিছু জানতে পারে
মাধবকে কেউ চিনতে পারল না।
ওর অনেকগুলো সুখ ছিল
সজনীরা জানত।
সজনীরা চক্ষু কর্ণ উন্মুক্ত রেখে দেয়—
সুখের যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

একটা ক্ষত ছিল মাধবের
ইয়ার দোস্তরা জানলেও
সজনীরা ঠাট্টা করত।

মাধব চলেই গেল অচেনায়।
কুঞ্জবনের সুবেশা ছিল সজনীরা—
সোনা গয়না সুবাসে ছলনায়,
কেউ মাধবের ক্ষতে হলুদ চুন লাগায়নি।
মাধব তাই চলেই গেল।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

লুম্বিনী

(আন্দামান ভ্রমণে এসে লেখা ২রা নভেম্বর ২০১৯)

লুম্বিনী
সপ্তঋষির একমাত্র বিদূষী কন্যা
হতে পারত কোন কিশোর প্রেমির স্বপ্নময় ভালোবাসা।

লুম্বিনী
হতে পারত উত্তাল সাগরে তোমার সুরক্ষা বর্ম।
যখন তুমি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লে
লুম্বিনী তোমাকে বাঁচাতে পারত।
তুমি পালিয়ে গেলে আন্দামান
সেদিন তুমি একা নাবিক হয়ে গেলে।

লুম্বিনী একটি প্রতিবাদ হতে পারত, পারেনি।
ও শুধু কাঁদল আর চোখ মুছল রথিনের বুকে।
বুক চাপড়ে রক্ত ঝরাল হাতের।

লুম্বিনী হতে পারত অবিস্মরণীয় একটি প্রার্থনার নাম
লুম্বিনী পুজোর ডালির জবা হয়ে উঠল সেদিন—
ফেলে দেওয়া ফুলের মিছিলে ফুরিয়ে গেল
সূর্য ওঠার আগেই।

সরল মেয়ে লুম্বিনী
অনেক কেঁদেছিল বিয়ের রাতে।
এবং আশ্চর্য
সেই সুহাসিনী শত পুত্রের জননী হল
একদিন সারা পৃথিবী পেছনে ফেলে।

উপহার

ইচ্ছে হয়েছিল সাপের চোখে চুমু দেব
নন্দিনী ভয় পেল না।
বলল, 'দাও দেখি।
কেমন পার।'
নন্দিনী আমাকে সাপের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।
ও জানে আমি সাপ আর রমণী বশীকরণ জানি।

ইচ্ছে হয়েছিল
উশৃঙ্খল দঙ্গল থেকে সুতপাকে উদ্ধার করে আনি
নন্দিনী আমাকে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে ঠেলে দিয়েছিল।
ও জানে
আগুন দেখলে আমিও আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠি।

প্রতিবার
নন্দিনী ওর আঙুল কেটে রক্ত তিলক এঁকে দেয়
আমার কপালে।
প্রতিবার
আমি একটা সিংহের ছবি এঁকে
ওর পদতলে রাখি।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

রাত

আমার রাত ভালো লাগে না
আর রাতই আমাকে বড়ো হতে সাহায্য করেছে
প্রতিটি রাত শিখিয়েছে 'বড়ো হও, বৎস
বেড়ে ওঠো ঝড়ের মত।'

একটি রঙমঞ্চ সৃষ্টি করতে কত কৃপণ আমরা
ছলনায় ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রাণ
গুটিগুটি হারিয়ে যাচ্ছে তৃষ্ণার জল
অথচ কি দুরন্ত অভিনয় অন্তরে!

রাতের আঁধারে কেউ জল পান করে না
নৃত্যপটীয়সী, সেও রাতে সাহস হারায়
তুখোড় অভিনেতাও রাতকে সম্মান করে চলে।

যত মহড়া সব চলেছে রাতের আঁধারে।
আমার রাত কোনদিনই ভালো লাগেনি।

অথচ—

এ রাতই আমাকে দান করেছে দিব্যচক্ষু
একটি রাতে রামায়ণ গান বন্ধ হয়ে গেল
তোমরা দেখ, কেউ আর দূরে দাঁড়িয়ে নেই
সকলে প্রসাদ খেতে হুড়মুড়িয়ে পড়ল।

পৌরাণিক উপহার

নির্নিমেষ পৌরাণিক খাদ্য তোলার গান
প্রতি সন্ধ্যায় ফসল তোলার ঝপ ঝপ শব্দ
সন্তান জন্মাবার অহোরাত্র প্রার্থনা
—সব গুছিয়ে রেখেছি
পৃথিবীকে উপহার দেব বলে।

আজকাল উপহার সামগ্রীর বড়ো আকাল
আজকাল মিষ্টি কথা—সকল ঠোঁটে কি সকরুণ।

নন্দিনী রোজ বলে,
'তুমি কোনদিন ঘর সংসার করলে না।
আমাকেই টেনে যেতে হবে তোমাকে?
বয়ে নিতে হবে তোমার উত্তরসূরি?
আমাকেই?'

আমি শুধু হাসতে শিখেছি
আমিও তোমার অভিমান বইতে শিখেছি, নন্দিনী।
বুঝতে শিখেছি তোমার কষ্ট
একটু একটু করে।
যেমন দধিচী উৎসর্গ করেছিল জীবন
নিজের অস্থি থেকে জন্ম নিল বাণ
আমিও একদিন
জীবন ও যৌবন সন্ধিক্ষণে দাঁড়াব
আবার তোমার হাত ধরে কথা হবে।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

নতুন চেয়ার

আমি নির্বান্ধর হতে চাই আর একবার
তখন আমি নির্মল আড্ডায় সওদা কিনব
এক হাজার নীরবতা হবে আমার বন্ধু
তখন আমার হাজার বন্ধু হাত বাড়াবে
আমার অতীত বাসর থেকে।
মরচে ধরা হাতল—পুরনো চেয়ার বড্ড বেমানান এখন
মনি মানিক্য খচিত নতুন চেয়ার আসবে
নতুন দিগন্ত থেকে
শিখর থেকে বটের ঝুরি নেমে আসবে বনতলে
ভূতলে রোপণ করব জুঁই চামেলি অর্জুনবৃক্ষ।

তোমাদের কারো এত সম্পত্তি নেই আমার যা হবে।
সাহস থাকে তো ধর আমার হাত
যদি দুঃখ থাকে তবে মোছো জল
রাঙিয়ে নাও চোখের পাতা। দেখতে চাও সুখের নহর?
'হে আমার অগ্রজ, তোমার পথই আমার পথ'।
মোহ শুধু ক্লান্ত করেছে আমাকে
ভ্রান্ত করেছে আমাকে।
একটি সর্বনাশা চেয়ার ঘরের মেঝেতে পা দাবিয়ে বসেছিল
আমার হাত দুটি বেঁধে রেখেছে
দরজার চিহ্ন মুছে দিয়েছে দেয়াল থেকে।

আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর বন্ধুরা,
আমি আসছি একটি সবুজ কলাপাতার ভেলায় ভেসে
আমি আসছি নতুন বানের জালে, আমিই তোমাদের আড্ডা খুঁজে নেব
শুধু চেয়ারখানি ভাঙার অপেক্ষা মাত্র।

অদম্য

'যোদ্ধা, তুমি কি তোমার পথ হারিয়েছ?
চিরচেনার এ কেমন সম্বোধন!
আমি তাকিয়ে রইলাম পথের পাশে ভাঁটফুলের দিকে
নন্দিনী আবারও বলল,
'দাঁড়াও পথিক, তুমি কি তোমার সারথিকে ভুলেছ?
আমি তো জেনেছি—পথের ধুলোয় তোমার জীবন সাধনা।
তুমি তো যশ প্রত্যাশী নও!'
আমি মাথা নিচু করে রইলাম।

নন্দিনীর খোঁপায় আমি ঘাসফুল গুঁজে দিলাম
শিশির ভেজা দুর্বাঘাস ওর চোখের পাতায় বোলালাম
ও জানে আমি ওর ঘাসফুল
ও জানে আমি ওর দুর্বাঘাসের শিশির বিন্দু।
সারারাত অনেক কেঁদেছিল নন্দিনী—
—পথের ধুলো আর সংসার যন্ত্রণা
আমি দুইই চাই।

ভোরের আলো ফুটতে ও আমাকে পথ চিনিয়ে দেয়
—রক্তঝরা পথেই আমি অবিচল,
—পথের চরণতলে আমার জীবন চৈতন্য।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

বিরহিণী

আকাশে অনেক রঙের ঘুড়ি উড়ছে
কিছু ঘুড়ি সাদা বকের মত
তারা কোনদিন আর ঘরে ফেরেনি
বলতে পারো, ওদের কেউ ফিরতে দেখেই নি।

ভগ্নহৃদয় লাটাই বালক
শূন্যে চেয়ে থাকে উত্তর মেঘে ঘুড়ির দিকে
যেমন বিরহিণী
চেয়ে থাকে নিষ্পলক
দীঘির একলা ভেসে থাকা সাদা হাঁসটির দিকে।

এক সময় সকলের মনে হয়
সাদা বক আর ঘুড়ি ফিরে আসবে।
ফিরে এসেছিলও কোন একদিন
বিরহিণীর কোলে দীঘির সাদা হাঁস হয়ে
স্বগৃহে,
ওর বিরহিণী নামটা দিঘির বুকে লেখা রয়েই গেল।

দ্রৌপদী

কোনও দেবতার তপস্যায় মন ভরে না তোমার।
তুমি কি চেয়ে দেখ সারাক্ষণ?
দ্রৌপদী,
তোমার জপমালার খিদে আমি জানি।

তুমি অভুক্ত থাক বারো মাস
দ্রাক্ষাবনে একলা কারে খোঁজো নিশিদিন?
আমি যে তারে চিনি দ্রৌপদী,

তুমিও বেশ জান—
বৈষ্ণবীর সাজ তোমার বেমানান
কাঁচুলি আর কাজলে তুমি এখনও মনোহরণ
কত দেবতার ধ্যান ভাঙতে পার অনায়াসে।

তোমার পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি।
গাছের শাখায় পাখির চোখ আমার জানা
আমি যে অর্জুন তীরন্দাজ
দ্রোণাচার্যের শিষ্য আমি।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

বিকল্প সূর্য

(ধর্ষিতা প্রিয়ঙ্কার আগুনে ঝলসানো ছবি
আর পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত হল চার ধর্ষক)

আজ তোমার জন্মদিন
আজ ভালো থাকার কথা ছিল
ওদের আর তোমারও।
ব্যান্ড পপ কনসার্ট—
ভরপুর বিনোদন সন্ধ্যা।
কেক আর ফুর্তিতে
ড্যান্স ফ্লোরে ভাসমান তরুণীরা।

পাঁচতারা হোটেলের রবিবার
রাতের ব্যাঙ্কোয়েটে
মদির মোহনায় আলোর ঝলক
—ভুলতে এসেছিলাম।

তুমিও বলেছিলে, 'এসো, ভুলিয়ে দেব।' পারোনি তুমি
একটা এনকাউন্টার, চারটে গুলির শব্দ আর
একশত বিতর্ক-পত্রিকায়-টেলিভিশন পর্দায়।

একশত ভয়ার্ত পাখি
আমার মত ভোরের জানালা খুলেছিল।
ওরাও ভুলতে পারেনি
আগুনে পোড়া মেয়েটির গন্ধ
আর গুলির শব্দ।

ভালোবাসার ওম

যুবতী নারী কারো হাত ধরে পথ চলে না,
অনন্ত অপেক্ষায় তরঙ্গ হারায় প্রেম
হোক সে বেকার বেয়াড়া যুবক
হোক সে
মোড়ের কুলটা নারী
হোক না বাউন্ডুলে বাউল।

সে যদি সুর তোলে ছিন্নমূল একতারায়
সেই দেবে একটুখানি মেষশাবকের উত্তাপ
সেখানেই রচিত হবে স্বর্গ।

তরবারি বিদ্ধ অ্যান্টনি
মাথা রেখেছিল ক্লিওপেট্রার বুকে।
মৃত্যু এসেছিল রক্তের স্রোত বেয়ে।
ক্লিওপেট্রা নিয়েছিল পাহাড়ি বিষের ছোবল।
মৃত্যুহীন হয়ে গেল প্রেম।

সুতপা পারেনি পাখির পালকে মেঘ বানাতে।
সুতপা পারেনি রক্ত আঁকা তিরের মুখে চুম্বন আঁকতে।

রোহিত কণ্ঠে কালকেউটে জড়িয়েছে।
ঘোরে সে জঙ্গলে পর্বত শিখরে
রাজদরবারে রাজপথে
সূর্যের চারপাশে।
—যদি কোনদিন সুতপা বিষের গন্ধে মাতোয়ারা হয়!

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

হে রুক্মিণী

কোনদিন ভায়োলিন শুনিনি
তোমার হৃদস্পন্দনে।
তোমার সমুদ্র মন্থনে অমৃত ওঠেনি কোনদিন
মৌচাকে রক্ত জমিয়ে রেখেছ তুমি।
মধু নেই, আছে ব্যথা।

বিছানার চাদর সিক্ত হয়েছে
তোমার নীরব অশ্রুপাতে।
একাকী, হে রুক্মিণী,
একাকী তুমি।
জন্মান্তরেও তুমি রয়ে যাবে
অন্তঃসলিলা একা।
কেউ ছিল না তোমার
কেউ হবে না তোমার
কারণ তুমি কাঁদতে জানো না
কুণ্ঠিতা অহংকারী নারী তুমি।
জীবনভর সন্তান জন্ম দিয়ে গেলেও
তুমি হাসতে জানো না
কুসুমবন তোমার জন্মদিন মনে রাখে না।
তোমার স্তনদুগ্ধ পানে
শুধু তোমাকে নিঃশেষ করেছে সন্তান।
আজ ভোরের স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে।
তুমি বলেছিলে, 'তুমি আমার হাসিও নও,
তুমি আমার কান্নাও নও
আমার পুরনো ক্ষতচিহ্নে তুমি অক্ষম পুরুষ।'

ধনুর্ভঙ্গ পণে

তোমার কবিতা
কৈশোরের ব্রীড়া,
তোমার নুপুরনিক্কন
তারুণ্যের দুর্দম্য ক্রীড়াশৈলী
তোমার ওষ্ঠের শিশির বিন্দু
পুরুষ যৌবনের পরকীয়া।

কি করে ভাবো,
তোমার ভাষা
শুধু নিস্তেজ পাঠকের অধিকার?
নির্জনে
সুঠাম বীর্যবান সত্যাগ্রহে
তোমার বিচলিত বিহঙ্গে।
কল্প বাসরঘরে
ক্রীড়নকের খেলায়
উৎসর্গ তুমি
তুমি
উন্মুক্ত হও সহস্র রাতে
সহস্র যোদ্ধার অস্ত্র ফলাকায়।
আজ তুমি স্বয়ম্ভরা জনকরাজকন্যা
পূজার থালা সাজাও
আমি এসেছি ধনুর্ভঙ্গ পণে
অতৃপ্ত মিথিলায়।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

কিশোরী প্রণয়িনী

সিংহপুরুষের
একটা কিশোরী প্রণয়িনী থাকে
উৎসাহ ভরা রূপোর থালা হাতে।
ভালবাসার একটা দীর্ঘশ্বাস থাকে
ওই নিয়েও ও বেঁচে থাকে
হৃদয় থেকে হৃদয়ে।
স্মৃতি বুকে কেউই মরতে চায় না
না সিংহপুরুষ, না ভালোবাসা।

স্মৃতি তো এক ভবঘুরে যাযাবর
কষ্ট দিয়ে পথ ভোলায়।
সিংহপুরুষও পথ ভুলেছে
ভালোবাসায় ঘর ছেড়েছে।

তুমি তো জানো নন্দিনী
কিশোরী প্রণয়িনী কাউকে ফেরায়নি
না ভালোবাসাকে, না সিংহপুরুষকে।

প্রাপ্তবয়স্ক

শাসন করলে তুমি,
—'এখনো চাঁদ জেগে আছে, ঘুমোও।
জানো না—
সমুদ্রকে শান্ত থাকতে হয় এখন?'

সেই থেকেই হিংসা করা শুরু চাঁদকে।
চাঁদের বুকে পাল তুলে বলেছি, 'যাও হিমালয় গুহায়
কাতর মহাদেব জেগে আছে
তোমার আসক্তিতে।'
চাঁদকে আকাশ থেকে নামাতে পারিনি একবারও।

ভালো লাগল যখন তুমি বললে,
'পৃথিবীর শিশুরা ঘুমোলেই তোমাকে জাগাব।'
শিশুরা আমার বন্ধু হয়ে গেল সে রাত থেকে

শিশুরা ঘুমোয় না
রাজহাঁস হয়ে জেগে থাকে শিবরাত্তিরে।
খেলা করে অন্তর্যামীর স্বর্গোদ্বারে
প্রজাপতিদের সাথে ডানা মেলে শিশু বড়ো হয়।
সেই থেকে আমি তোমার আঁচলের আশ্রয়ে দুরন্ত দুর্দান্ত
আজকাল আমি আঁচল নিয়ে খেলা করতে পারি।

আমার আর কোন হিংসা নেই
আমি তোমার একমাত্র
—প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ্টু শিশু শিল্পী।
ছবি আঁকতে শিখেছি
তোমার শরীরের উত্তাপে।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

আরণ্যক

বাগানবাড়ির ঘরখানাতে ছাদ ছিল না
চাবি হারিয়ে নিশ্চিন্ত আরণ্যক
ভেতরের শ্বেতবসনা কুমারী।
শয্যা ছিল না ঘরে—বকের মত সাদা দেয়ালে,
ঘরময় ছড়ানো মধুচন্দ্রিমার চন্দ্রমল্লিকা।

একদিন আকাশ ছেড়ে নেমে এলো
আঁধার পেরোনো ভোরের তাজা আলো।
চাবি খুলে যিশুর মত শিশুরা এলো বাগানঘরে।
শ্বেতবসনা কুমারীকে জড়িয়ে বলল,
'মা আমরা স্বর্গ থেকে এসেছি।
মাগো, এত আগুন কেন তোমার পৃথিবীতে?'
তখনও অকাতর ঘুমিয়ে থাকে রতিক্লান্ত অরণ্যক।

আমি নিশ্চুপ থাকতে পারিনি—
চিৎকারে ভাসালাম জগৎ—
'জাগো হে মানুষ জেগে ওঠো
জেগে ওঠো আরণ্যক।
নিশ্চিত কর শিশুর নিরাপদ ভূমি।

আরণ্যক ফুলশয্যা ছেড়ে নেমে আসবে ভূতলে
আফিমঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ
সভ্যতার বধ্যভূমিতে,
হাতের মুঠোয় আগুন নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে—
'শান্তিপ্রসবা করে যাব আমরা
এ পৃথিবীর সুতিকাগার।'

শতবর্ষ পরে এক সকালে
নির্মল সূর্যালোক গায়ে মেখে
আমাদের শিশুরা নাচেগানে পৃথিবী মাতাবে।
তখন সে পৃথিবীর মধ্যিখানে রক্তকরবীর শান্ত কুটির
একেবারে মধ্যিখানে
আমি, আরণ্যক আর সেই শ্বেতবসনা প্রিয় কুমারী।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

অরুন্ধতী

সুরঞ্জনাকে কথা দিয়েছিলাম,
রোহিতের চিঠি আসবে রঙিন পঙ্খীরাজে।
সেদিন হঠাৎ পাওয়া—
শপিং মলের কফি কর্নারে
গরম কফির যেমন একটা আবেদন থাকে
শীতের হুইস্কির যেমন একটা ঝাঁঝ থাকে
সে হাতেই আমি সুরঞ্জনার হাত ধরেছিলাম।

সুরঞ্জনা বলে ওঠে,
রোহিত কোথায়?
আলগা হয়ে গেল হাতের জোর—শরৎ মেঘের মতন
আকাশের নিবুনিবু তারাটি খসে পড়ল শিশিরে
চারপাশের মানুষ হলুদ ঘাস হয়ে গেল নিমেষে।

ওরা আমার দিকেই তাকাল যেন
এক অসহায় কিশোর বালক আমি তখন।

আমি দ্রুত ফিরে যাই আমাতে
সুরঞ্জনার হাতে জোর বাড়িয়ে বলি,
রোহিত তোমরাই।
জানো না?
উট বেশিদিন একা বিচরণ করে না,
একদিন ফিরবেই তোমার কাছে
একদিন চিঠি আসবেই রোহিতের।

সুরঞ্জনা চেয়ে রইল কিছুক্ষণ
অসহায় ময়ূরীর মতন।
কতটা সময় পার করছিলাম তখন?
এক মিনিট বা এক বছর হবে,

সুরঞ্জনাকে বলেছিলাম,
চল, তোমাকে চাঁদের ভেলা কিনে দেব শপিং মলের বারান্দা থেকে
নতুন ধ্রুবতারা খুঁজবে না হয়।
কথা বলেনি সুরঞ্জনা।
তিনতলার ব্লু হেভেন থেকে দুজন নেমে এলাম রাস্তায়।
—এত রাত, পৌঁছে দেব তোমাকে বাড়িতে?
—না, আজ থাক এটুকুই।
প্রচণ্ড শীতেও খালি গায়ে ছাদে উঠেছিলাম।
অরুন্ধতী তারাও আকাশে ছিল আমার সাথে সারারাত।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

রুম হিটার

তোমার ঘরে তো হিটার আছে, সুদীপ্ত
এই অবেলায় আমার নাম কেন?
তুমি তো কতবার কত ঢঙে বলেছ, এই বেশ আছি, ভালো আছি।
অবাক লাগছে আজ, আজ বৃষ্টিপৌষে এত একা তুমি?
ঠান্ডায় কাঁপছ তুমি?
বড্ড অবাক করলে এ পৌষমেঘে।
স্রষ্টার নির্দেশ উপেক্ষা করতে রাত্রি কাঁপেনি তোমার।
তুমি তো উদোম গায়ে শীত ওপড়ানো বীরবল্লভ।

আজ কি হয়েছে তোমার সুদীপ্ত?
তোমার মুকুটের কোনো স্বর্ণপালক চুরি গেছে?
কোন প্রিয় নারীকণ্ঠ বাহুলগ্না হয়েছে চৌরঙ্গী মোড়ে?
আমি তো বলেছি, তপোবন ডাকলেও ফিরব না আমি,
সে তোমার শীত বা নাচময়ূরী বর্ষা আসুক
হোক না কোন পুলকিত বসন্ত।

একা থাকার আমেজে আমি গঙ্গা তনয়া।
সেন্ট্রাল পার্কের বইমেলায় আমি উর্বশী মেনকা
সুকান্তর কবিতা শোনালেও
কুহক ডাকে পেছন ফিরিনি, আমি রম্ভা
ত্রিনাথের বাড়িয়ে দেওয়া হাত আমি ধরিনি বিপণী বিতানে।

যত অবহেলায় ভেঙেছে আমার মনটা,
তত যত্নে সাজিয়েছি আমার সন্ধ্যাতারা।
তখন তোমার কবিতা পড়তাম গোপন অশ্রুজলে।
এখন তোমার পঙক্তিমালা আমার বকুলবীথি।

বোধ

রূপকথারা স্বপ্ন দেখাতে পারে না
ওরা প্রেম ও ছায়া যুদ্ধের মত অলীক গল্প,
অবাস্তব কাব্যগ্রন্থের শেষ স্তবক।

আমি মুক্তি খুঁজি
গলিতে রাজপথে
যেখানে জলের স্পর্শে রক্ত ধুয়ে যায়,
আমি মুক্তি খুঁজি স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে
যেখানে জলের স্পর্শে ভেঙেচুরে খানখান—
যেখানে তোমাকে দেখতে পাই
সহস্র প্রতিবিম্বে—
প্রতিবিম্ব ছলনা করে না, তিলোত্তমা।

তোমার জানতে ইচ্ছে করে না,
যমুনার ঢেউ চুরি গেল কোন পথে?
যমুনার জল কেন রক্ত গন্ধে এত লাল?
তোমার সখাদের কাছে প্রশ্ন করো,
নরমেধ আর পাশাখেলার সৌখিন সখ্যতা কতটা?
ধৃতরাষ্ট্র কি অন্ধ যাজক থেকে যাবে এখনো?
খুঁজবে না তোমরা,
ময়দান থেকে মহুয়ার গন্ধ কত দূর?
তোমরা আর কতকাল রূপকথা ভালোবেসে যাবে,
বলবে, তিলোত্তমা?

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

সুকুমারী

গনেশ আর কলাবউ অনন্ত সংসারী
তাই ওরা সংসার করল না কোনদিন
অথচ আজন্ম বরবউ ওরা—
কি সাজে কি গাম্ভীর্যে
কি প্রাণে কি প্রতিষ্ঠানে
তাই তো চিরবিরহী ওরা।

কলাবউয়ের গর্ভগৃহে শিলান্যাস করেছি আমি
সুকুমারী কাঞ্চনজঙ্ঘায় তার পূজাপার্বণ
সেও ছিল আমারই ভ্রম—আমারই প্রার্থনা।
আমি সুকুমারীকে বলেছি,
ইচ্ছে হলে তুমি দ্রৌপদী হতে পারবে
হাজারও চাইলে বীরভোগ্যা হতে পারবে না।

মেয়েটি বিশ্বাস করল না
শুধু চোখের জল ফেলল
মেয়েরা সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না—
পিতা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র
অপ্সরা থেকে মন্দিরের সেবাদাসী।

সুকুমারী বলল, আপনি জানেন, মেয়েরা সূর্যকন্যা?
বিশ্বাস করলে
প্রাণপুরুষকে নিয়ে যেতে পারি কৈলাসের অন্তঃপুরে?
আপনি জানেন,
একবার বিশ্বাস করলে
মেয়েরে আগুন বুকে নিতে পারে অনায়াসে?

বসন্ত সংসার

বসন্তে ভালোবাসা নামে কোন আংটি নেই
আমার আকাশে নিষেধ বলে কোন শেকল নেই
নীলাঞ্জনাকে বলেছি, এত জল ঢেলে
কার প্রার্থনা করে চলেছ, সিক্তনয়না?
শিব তোমার চোখের পাতায় নটরাজ।
তার পায়ের নিচে তোমার বাসরঘর
সে তোমাকে খুঁজে পায় না।

ফাল্গুনে সুন্দর কিছু চাইনা আমি।
নীলাঞ্জনা তুমি চোখের পাতা মেলতে ভুলে গেছ।
সাধনায় সত্য মেলে না কখনো
রূপে শিব মেলেনি সত্যযুগেও
শিব এবং সত্য তোমার আঁচলের আশ্রয়ে, নীলাঞ্জনা।

চোখ খোলো নীলাঞ্জনা
কৃষ্ণচুড়ায় চোখ ধুয়ে নাও একবার
আর ফাল্গুনের চোখে চোখ রাখো
শত পলাশ তোমার পায়ে অঞ্জলি দেবে
চেয়ে দেখ কত বসন্ত ফুটেছে তোমার চারপাশে।

তুমি তো সংসার করলে না একদিনও
শিব শিব করে শুধু দিয়েই গেলে জগৎটাকে
নিলে না এক ফোঁটাও।
চল সংসার ঘুরে আসি একবার
সেখানেই পাবে সুন্দর, সাধনা ছাড়াই
সেখানেই লুকোনো আছে অমৃতভাণ্ড।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

দোল পূর্ণিমা

আমাকে সুখ যেন পথহারা না করে
আমার দুঃখ যেন স্বর্গের স্বপ্ন না দেখায়
তোমার বিশ্বস্ত আঁচলে বেঁধেছি
আমার প্রাণ ভোমরা।

আমি প্রাণান্ত স্বপ্ন দেখে গেলাম
আনন্দ সুখের,
আমি উদয়াস্ত ছুটে বেড়ালাম
এ বসন্ত থেকে ও বসন্তে
কোথাও খুঁজে পাইনি—
তোমার শেষ প্রেমিক
তোমার প্রথম প্রেমপত্র
তোমার নিপুণ অভিনয় চিত্র।
অবশেষে
আমি তোমার চোখে এসে নিলাম
আমার সকল বসন্তের দোল পূর্ণিমা।

গন্তব্যে

সুখের নীলাভূমি দেখেছি আমি
দুঃখী মানুষের আপেল বনেও ঘুরেছি
এখন—
ফুরিয়ে গেছে সফল প্রেমিকের হাসি
হারিয়ে গেছে সুখী মানুষের কান্না।

এখন একটিই মুখর শব্দ—চাই চাই
ধু ধু মরুভূমির মত নেই নেই।
কি চাই সেটা ভুলে গেছে মধ্যযুগের বাবা মা।
এ যুগের সন্তান চেনে সত্যযুগের বানী।

নন্দিনী,
আমি ওদের কাউকে চিনতে পারছি না
এ ফাগুনে সব কেন গোলমেলে?
কিশোরী মেয়েটিকে প্রিয়তমা বলে ডেকেছি সাঁঝসন্ধেয়—
পেয়ারা গাছ বুনো হাঁস
বাঁশফুল বসন্তের পলাশ
অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।
কতক্ষণ ওরা জেগে ছিল বলতে পারব না
হয়ত আমার ঘুম না আসা পর্যন্ত।

অস্পষ্ট মনে আছে—
তুমি বলেছিল, এখনো ঘুমোও নি?
তোমাকে বলেছিলাম, তুমি ঘুমোও, নন্দিনী।
অতিথিদের নিয়ে বসেছি পাশাখেলায়,
আমি চারযুগ মেলাতে পারছি না।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

তিনি

আমি বললাম, আপনাকে প্রিয়তমা ডাকব?
তিনি বললেন, আমার একাকীত্বের সুযোগ নিচ্ছেন?
আমি বললাম, ভালোবাসি আপনাকে।
তিনি বললেন, সব পুরুষই এমন বলে।

আমি বললাম, প্রেম পরজীবী
আশ্রয় ছাড়া বাঁচে না। তাকে আশ্রয় দাও।
তিনি বললেন, প্রেম সে ক্ষণজীবি অভিমান।
দিনের আলো ফুটলেই বিদায়মাল্য খোঁজে।
আমি বললাম, আমি হব আপনার শেষ প্রেমিক
তিনি বললেন, প্রেমিক পুরুষ অস্থির ভীরু চঞ্চল হরিণ।

আমি বললাম, প্রণয় পুরুষ আসেনি আপনার উঠোনে
তিনি বললেন, পুরুষ কখনো প্রণয় শেখেনি
আমি বললাম, পুরুষ ভালোবাসে কোমর জলে স্নান।

আমি স্নান সেরে হরিহরণকে বললাম,
বুঝলে হরিহরণ, সুচেতা ঠিক ধরেছে—
সব দুর্বোধ্য পুরুষই দুর্বিনীত প্রেমিক।

ঘুঙুর

কোনদিন ভেতরে যেতে পারলাম না
অন্ধকারেই রেখে দিলে তোমার অন্তঃপুর।
যখনই তোমাকে প্রশ্ন করেছি, ‘এতদিন কোথায় ছিলে?’
তোমার উত্তর প্রস্তুত থাকে না।
আর তখনই তুমি অন্তর্ধান হয়ে যাও
তোমার অন্তঃপুরের নাচঘরে
কেউ তোমাকে ছুঁতে পারে না।
নাচঘরেও আমি ছুটে গেছি
দরজা আঘাতে আঘাতে হাত রক্তাক্ত করেছি
ওরাই আমাকে আটকে দিয়েছে
বলেছে, ‘পায়ে ঘুঙুর বাঁধো।
নাচো আমাদের সাথে।
ওকে ছুঁতে পারবে’।

ঘুঙুর আমার রক্ত শুষে নেবে আমি জানি।
অনেক কেঁদেছি সারারাত
অনেক ভেবে একজোড়া ঘুঙুর কিনেছি।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

শরতের নারী কাশফুল

চিনতে পারিনি
এসেছিল পূজারিণী
সাঁঝ সন্ধেয় শঙ্খ ছিল হাতে।
মাতালো সারা ভুবন
শঙ্খের ধ্বনিতে,
শরতের দু'কুল ছাপিয়ে
মাতালো আকাশ পাতাল ত্রিভুন।

কে বলল, সে পূজারিণী?
তবে কি সেবাদাসী?
তবে কি পূর্ণশশী?
নারীই তো নন্দিনী
অস্ত্র হাতে অবলা একজন।

শরৎ এলেই সকল নারী
কাশফুল হয়ে যায়।
শিউলির সাদা রঙ গায়ে মাখে নারী
একমুঠো স্বর্গ হাতে দাঁড়ায়ে মন্দিরে।

করজোড়ে মন্দির প্রাঙ্গণে
আমিও দাঁড়ায়ে তখন
আজন্ম নগণ্য এক ক্ষুদ্র ভিখিরির মত।

ইচ্ছে খাঁচা

খাঁচাবন্দি করলাম ইচ্ছেটাকে
দানা দিলাম
জল দিলাম
কথাও দিলাম।

একদিন দেখি মরে আছে।
জল আছে,
দানা আছে,
খাঁচা আছে,
প্রাণটা নেই।

বনের পাখিরা বলল,
'ভেবো না, এটাই নিয়ম
অন্য কাউকে ভালোবেসে দেখতে পারো।'

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

শিলংয়ে রঞ্জন

শিলং পাহাড়ের
অনেক খুঁজেছি লাবণ্যকে।
শিলং পাহাড়কে বললাম,
'ভোরের কুয়াশায় লাবণ্যকে পাই না কেন?'
পাশ থেকে কুয়াশা কুমারী গান করল,
'রঞ্জন, আমিই তোমার লাবণ্য'।

চেরাপুঞ্জির মেঘবালিকা বলল,
'রঞ্জন, যাবে আমার সাথে?
আমিই তোমার লাবণ্য
আমিই তোমার দীঘির কালো জল।'

পাইনবনের এক পাইন কিশোরী বলল,
'রঞ্জন, আমি তোমার কেতকী।
তোমার অন্দরে আমার শত অধিকার।'

আমি চিৎকার করে বললাম,
'তোমরা চিনতে পারলে না আমাকে?
—আমি তোমাদের অমিত।
রঞ্জন এখন একা।'
পুল ওভারে শীত মানে না।
বাহুপাশ মুক্ত হয়ে নন্দিনী বলে ওঠে,
'রঞ্জন,
তুমি শিলংপাহাড়ে থেকে যাও

আমি শোভনলালের কবিতা শুনতে গেলাম
পারবে থাকতে?'
সার সার পাইন গাছেরা দুলে উঠল।

চরণ সুগন্ধ

তোমার পায়ের পাতা ছুঁয়ে দেখেছি
আমার কপাল ঘসেছি তোমার পায়ে
আমার দু'হাতের তালুতে তোমার দুই পা।
তোমার পায়ের মিষ্টি গন্ধ নিয়েছি আমি
দু'চোখ বন্ধ রেখে তোমার পায়ের স্বপ্ন মেখেছি সর্বাঙ্গে
বাসন্তী ফুলের মতো তোমার আশীর্বাদ নেমে এসেছিল
আমার বন্ধ চোখের পাতায়
আর তুমি সাদা কাপড়ে নিথর।

আমি অমন ভাবে তোমার পা ছুঁয়ে দেখিনি
কোনদিন।
অমন ভাবে তোমার পা দু'টো চেয়ে দেখিনি
কোনদিন।
তোমার শেষ বিদায়ের পায়ের এত রূপ
—জানিনি আমি কোনদিন।

কতদিন কতবার
তুমি আমার মাথায় হাত রেখেছ
কপাল ছুঁয়েছ তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে
আদর চন্দন এঁকেছ গাঁদা ফুলে।
আমি
শেষ অবেলায় তোমার পায়ের প্রান্তে
সাষ্টাঙ্গে কেঁদেছিলাম
মা, তোমার বেলাশেষের পায়ে তখন স্বর্গের সুগন্ধ
আমার সারা শরীরে তোমার ভৈরবী সঙ্গীত।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]

ঠিকানা

বলেছিলাম, মা, তোমার সাথে সহমরণে যাব কুড়ি বছর পর।
তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো আরও কুড়িটি বছর।
বাকি রয়ে গেল কত কথা
কত গল্প বলা—
মা ও ছেলের ছাব্বিশ বছরের দিনরাত্রি।
বাবা নেই ছাব্বিশ বছর—তোমার ছিলাম আমি।
তুমি সেই চলেই গেলে?
শ্মশানচুল্লির অগ্নিগহ্বর দিয়ে পৌঁছে গেছ সারদার দেশে।
তুমি এখন
স্বর্গের নিধুবনে ধ্যানমগ্ন পূজারি।

আমাকে পৃথিবীর পথে একলা ছেড়ে গেলে, মা?
ফাঁকি দিতে পারোনি আমাকে।
আমিও চিনে এসেছি
গঙ্গাঘাটের মহাশ্মশান।
চিনে নিয়েছি মহাপ্রস্থানের পথ।
আমিও পৌঁছে যাব শ্মশান চুল্লির ঠিকানায়।
পৌঁছে যাব তোমার স্বর্গের দরজায়।
তোমার পায়ের চিহ্ন আমাকে নিয়ে যাবে
তোমার আঁচলের ছায়া তলে।

D:/E/Gita-18-19/Tapan Bisas/Amatya Kabita pm6.5 [3rd proof]